“যে কোন প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান দন্ডনীয় অপরাধ”

ব্লাস্ট এবং আসক বনাম বাংলাদেশ, মহামান্য হাইকোর্ট (৬৩ ডিএলআর ৬৪৩)

নির্যাতন শাস্তি বা ভয় নয়

শিশুকে দিব
নিরাপদ ও
প্রশান্তির বলয়

... এই হোক আমাদের অঙ্গীকার

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

সেভ দ্য চিলড্রেন

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রদত্ত রায়ের সার-সংক্ষেপ ০৪
- শারীরিক শাস্তির নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ০৭
- শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করণে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নীতিমালা ০৮
- শারীরিক শাস্তি ও আমাদের সংবিধান ১০
- ব্লাস্ট -এর ইউনিটসমূহের ঠিকানা ১১

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ
আগষ্ট ২০১৩

প্রকাশক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩৯ ১৯৭০-৭৩
ফ্যাক্স : ৮৩৯ ১৯৭৩
ই-মেইল : mail@blast.org.bd
ওয়েব : www.blast.org.bd

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা
সারা হোসেন
মাহবুবা আক্তার
অ্যাড. শিহাব আহমেদ সিরাজী
লাবিবা বিনতে আশরাফ
ফারজানা ফাতেমা

অনুবাদ
ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক
আরাফাত হোসেন খান

কভার ফটোগ্রাফি ও ডিজাইন
অ্যাড. শিহাব আহমেদ সিরাজী

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

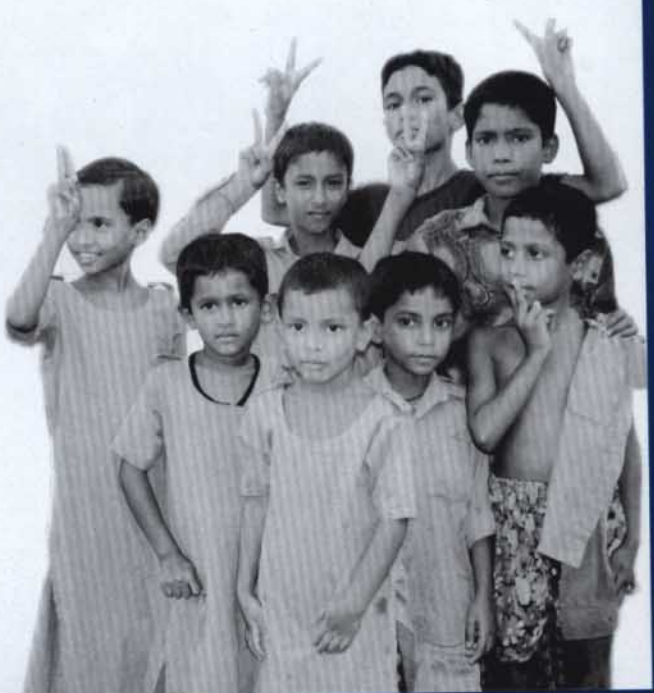

সম্পাদকীয়ঃ

প্রত্যেক শিশু তার বাবা-মায়ের নয়নের মনি। তারপরও বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন সময় শাস্তি প্রদান করে এমনকি এই শারীরিক শাস্তির নামে শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করা হয় যা কখনই কাম্য নয়।

২০১০ এর শুরুতে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হয় যা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীরা শারীরিক শাস্তির শিকার হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি (প্রহার, বেত্রাঘাত ইত্যাদি) মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ জুলাই ২০১০ ইং একটি রিট পিটিশন দায়ের করে (রিট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি উক্ত রিট পিটিশনের রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি শিশুদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং তা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

এই রায়ের প্রেক্ষিতে গত ২৫ এপ্রিল ২০১১ ইং শিক্ষা মন্ত্রনালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১" জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালার পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।
যদিও শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি আরোপ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়, তারপরও এই শারীরিক শাস্তির বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়াই আমাদের এই প্রকাশণার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রদত্ত রায়ের সার-সংক্ষেপ

ব্লাস্ট এবং আস্‌ক বনাম বাংলাদেশ (৬৩ ডিএলআর ৬৪৩)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাংলাদেশে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা প্রদানই ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা বিকাশে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের বহুল প্রচলিত যে ধারা চলে আসছে তা কোনভাবেই যেমন একজন শিক্ষার্থীর কাম্য নয় ঠিক তেমনি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। তার পরেও যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে দুর্বীনিত আচরণ করে, তাহলে তার অভিভাবককে ডেকে এনে বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এ ছাড়া শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী, ৯ বছর বয়স পর্যন্ত কোন শিশুকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ জানুয়ারি ২০১১ ইং তারিখে জনস্বার্থে দায়ের করা একটি রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল এবং মাদ্রাসায় সব ধরনের শারীরিক শাস্তি অসাংবিধানিক ও মানবাধিকারের লংঘন ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি মোঃ ইমান আলী ও বিচারপতি মোঃ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন। এই রায়ে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দ্বারা কোন রকম শারীরিক শাস্তি অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করে। বিশেষ করে তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২১শে এপ্রিল ২০০৮ ইং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিশুদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সব ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এ বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে একটি পরিপত্র জারী করেছেন।

কিন্তু বিগত তিন বছরে সংবাদপত্র সূত্রে দেখা যায়, মোট ২৪৫ জন শিশু স্কুল শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে ১৪১ জন ও মেয়ে ১০৪ জন। জানুয়ারি ২০১০ থেকে স্কুলের শিশুদের প্রতি নির্যাতনের হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের এই ক্রমবর্ধমান শারীরিক নির্যাতন এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ই জুলাই ২০১০ একটি রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। এই রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে কেন

অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- মর্মে রুল জারি করেন। সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশনাগুলো হলো-

১. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

২. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে প্রেরণ;

৩. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন যে অপরাধ, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং বেতারে তথ্য প্রচার করা;

৪. শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

রায়ে আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান করেছেন :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা তৈরি করে তার সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) রুলস ১৯৮৫-তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির বিষয়টি 'অসদাচরণ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করা, আটকে রাখা, প্রহার করা, চুল কেটে দেওয়া, শিকল দিয়ে আটকে রাখাসহ এ ধরনের শাস্তি অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের মধ্যে সব প্রকার শারীরিক শাস্তি, এ-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি ভিকটিমের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

৪. এ ধরনের তদন্তের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং ভিকটিমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. এসব নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে পালন হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি জাতীয় কমিশন বা কমিটি গঠন করতে হবে।

৬. জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।

৭. জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতি ছয় মাস পর পর সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আদালতে পেশ করবে।

৮. সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে কি না এবং কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা তদারকির জন্য একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিতে হবে।

এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মাদ্রাসাসহ সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনিক আদেশ জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৬ই আগস্ট ২০১০ ইং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডকে ইতিমধ্যে স্কুলগুলোতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনসহ কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানিয়ে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলে। তাছাড়া অবিলম্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) সার্কুলারের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথাও বলা হয়।

এছাড়া, শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত শিক্ষকদের কোন কোন বিধিমালা ও আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যাবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।

উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১' জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালা পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালানুযায়ী--

শারীরিক শাস্তি:

শারীরিক শাস্তি বলতে ছাত্রছাত্রীকে কোন ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বোঝাবে। এর আওতায় শিক্ষকরা কোন ছাত্রছাত্রীকে-

১. হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করতে পারবেন না;
২. তাদের দিকে চক/ডাস্টার বা এ-জাতীয় বস্তু ছুঁড়ে মারা যাবে না;
৩. ছাত্রছাত্রীদের শরীরে আঁচড় বা চিমটি কাটা যাবে না;
৪. এমনকি তাদের শরীরের কোন স্থানে কামড়ও দেওয়া যাবে না;
৫. শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের চুল ধরে টানতে বা কাটতে পারবেন না;
৬. ছাত্রছাত্রীদের হাতের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল চাপা দিয়ে মোচড় দিতে পারবেন না;
৭. ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে উঠবস করানো বা ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না;
৮. চেয়ার-টেবিল বা কোন কিছুর নিচে ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঢুকিয়ে রাখা, হাঁটু গেড়ে দাঁড় করানো, রোদে দাঁড় করিয়ে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না এবং
৯. ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যাবে না, যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ রয়েছে।

মানসিক শাস্তি:

শুধু শারীরিক শাস্তি নয়, শিক্ষার্থীদের কোনরূপ মানসিক শাস্তিও দেওয়া যাবে না বলে নীতিমালায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে কোন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা যাবে না। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবা, বংশ পরিচয়, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষকরা অশালীন মন্তব্য করতে পারবেন না। একই সঙ্গে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা এমন কোন আচরণ করবেন না, যা তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর দিক:

শারীরিক শাস্তির মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। শারীরিক শাস্তি শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়। এটি শিশুকে স্কুলের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা স্কুলও ছেড়ে দেয় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষকদের শাস্তি:

নীতিমালা অনুযায়ী কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি এসব অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যাদের ক্ষেত্রে এ দুটি আইন প্রযোজ্য হবে না, তাদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

নীতিমালার আওতায় ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার কাজ চালাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র ও নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে জানাবেন। পরিচালনা পর্ষদ শাস্তি বন্ধের পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে। এতে পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষা প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

অহেতুক অভিযোগ এড়াতে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নীতিমালায়। এ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে

শারীরিক শাস্তির নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আইনসেল

www.moedu.gov.bd

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-৪৫১

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪১৭ ব:
০৯ আগষ্ট ২০১০খ্রি:

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সরকারি-বেসরকারি কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও পাঠ শিক্ষণে অবহেলা বা অন্যবিধ কারণে অমানবিক ও নির্মম শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে এ ধরণের সংবাদ প্রায়শঃই প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

ছাত্র/ছাত্রীদের সু-শিক্ষার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা একজন শিক্ষকের দ্বায়িত্ব। শারীরিক শাস্তি প্রদানে শিক্ষার্থীর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কাংখিত শিখন ফল অর্জন করা সম্ভব নয়। শারীরিক শাস্তি প্রদান এ কারণে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ায় এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো:

০১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;

০২. শারীরিক শাস্তি প্রদান অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে;

০৩. জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগন শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন; শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৮৬০, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

০৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

০৫. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

০৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরিদর্শকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শণকালে শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

বিতরন ঃ

সদয় কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (তাঁকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়টি অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৫। জেলা প্রশাসক ----------(সকল)
৬। উপ-পরিচলেক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/রংপুর
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার ----------(সকল)
৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ---------- (সকল)

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-৪৫১

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪১৭ ব:
০৯ আগষ্ট ২০১০খ্রি:

অনুলিপিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম)
আইন কর্মকর্তা (উপ-সচিব)
ফোন ঃ ৯৫৬৩৫১৬

শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করণে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আইনসেল

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১.

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১।

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিপকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:-

০২। নীতিমালার শিরোনাম।- এই নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১" নামে অভিহিত হবে।

এই নীতিমালায়-

(ক) **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"বলতে –**
সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) সহ অন্যান্য সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে।

(খ)**"শিক্ষক"** বলতে উপানুচ্ছেদ "ক"এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কে বুঝাবে।

(গ)**"শিক্ষার্থী"** বলতে উপানুচ্ছেদ "ক" এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা গ্রহণকারী সকল ছাত্র ছাত্রীকে বুঝাবে।

(ঘ)**"কর্মকর্তা ও কর্মচারী"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাবে।

(ঙ)**"শাস্তি"** বলতে কোন ছাত্র-ছাত্রী-কে 'ঙ' (১) ও 'ঙ' (২)-এ বর্ণিত শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।

১) শারীরিক শাস্তি:

শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোনো ধরণের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন-

(ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা/বেত্রাঘাত করা;
(খ) শিক্ষার্থীর দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোনো যে কোনো বস্তু ছুঁড়ে মারা;
(গ) আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা;
(ঘ) শরীরের কোনো স্থানে কামড় দেয়া;
(ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া;
(চ) হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া;
(ছ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া;
(জ) কান ধরে টানা বা উঠবস করানো;
(ঝ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নীচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটুগেরে দাঁড় করে রাখা;
(ঞ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;
(ট) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) মানসিক শাস্তি:
কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে এমন কোন মন্তব্য করা যেমন: মা-বাবা/বংশ পরিচয়/গোত্র/বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সর্ম্পকে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গী করা বা এমন কোনো আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

০৩। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারী পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২(ঙ)(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আচরণ করবে না যা শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে এর অপরাধসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উক্তরূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। অনুচ্ছেদ ০২ এর (খ) ও (ঘ)-এ বর্ণিত ব্যক্তি যাদের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রযোজ্য নয়, তারা অনুচ্ছেদ ০২ এর (ঙ) (১) ও (২)-এ বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৫। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় প্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড সমূহকে একযোগে প্রচারনামূলক কাজ করতে হবে।

০৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয়:

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকল-কে শারীরিক শাস্তির কুফল সর্ম্পকে অবহিত করবেন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;

(ঙ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম বর্হিভূত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না;

(চ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহিত করা যাবে না;

(ছ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রকৃতি সর্ম্পকে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যাতে অহেতুক অভিযোগ উত্থাপিত না হয়;

(জ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;

(ঝ) শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও আর্কষণীয় ও আনন্দময় করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে;

০৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

০৮। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং এ ধরণের কাজ-কে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় আরও আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

১০। এ নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
২১/৪/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১(১৯)

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরনঃ
কার্যার্থেঃ
১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/ মাদরাসা ও কারিগরী), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা(তাঁর অধীনস্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৪। চেয়ারম্যান,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধকরা হলো)
৫। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/অডিট/মাদরাসা/কারিগরি/উন্নয়ন-১,২,৩,৪/শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/রংপুর অঞ্চল

অনুলিপি;
অবগতির জন্যঃ
১। মাননীয় মন্ত্রির একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(উত্তম কুমার মন্ডল)
উপ-সচিব (অডিট)
ফোন ৭১৬৪৩৩৬

শারীরিক শাস্তি ও আমাদের সংবিধান

শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের নামে যে সব শাস্তি দেওয়া হয় তা আমাদের সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। আমাদের সংবিধানের-

২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী : আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী : কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

এই নির্দেশনার কোন লঙ্ঘন বা অনিয়ম হলে আইনগত সহায়তার জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) -এর নিম্নোক্ত ইউনিটসমূহে যোগাযোগ করুন

ঢাকা ইউনিট
৫১/১২, জনসন রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০
(আজাদ সিনেমা হলের পার্শ্বে)
ফোন: ০২-৭১৭২১৯২
ই-মেইল: dhakaunit@blast.org.bd

চট্টগ্রাম ইউনিট
জেলা পরিষদ ভবন, কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৬৩০৫৭৮
ই-মেইল: chittagongunit@blast.org.bd

রাজশাহী ইউনিট
বার সমিতি, নতুন ভবনের ২য় তলা (পূর্ব পার্শ্বে)
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
ফোন: ০৭২১-৮১১৫৩৩
ই-মেইল: rajshahiunit@blast.org.bd

রংপুর ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), কাচারী বাজার, রংপুর
ফোন: ০৫২১-৬১০৬২
ই-মেইল: rangpurunit@blast.org.bd

কুমিল্লা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (নীচ তলা), কুমিল্লা
ফোন: ০৮১-৬৬৯৪৪
ই-মেইল: comillaunit@blast.org.bd

বরিশাল ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-৬২৮০৫
ই-মেইল: barisalunit@blast.org.bd

খুলনা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন মধ্য ভবন (২য় তলা), কোর্ট রোড, খুলনা
ফোন: ০৪১-৮১২৭০২
ই-মেইল: khulnaunit@blast.org.bd

ফরিদপুর ইউনিট
ফরিদপুর কোর্ট মসজিদ হাউজ , (২য় তলা)
আবদ-আল্লাহ জহিরউদ্দিন রোড, কোর্ট প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১-৬৫৭৬৬
ই-মেইল: faridpurunit@blast.org.bd

দিনাজপুর ইউনিট
ঈদগাঁ বস্তি, (পুলিশ কোর্টের দক্ষিনে), স্কাই ভিউ, দিনাজপুর
ফোন: ০৫৩১-৬৫২৭৯
ই-মেইল: dinajpurunit@blast.org.bd

বগুড়া ইউনিট
খাজা বাড়ী, (জেলা পরিষদ ভবনের পেছনে), বগুড়া
ফোন: ০৫১-৬১৮৫০
ই-মেইল: bograunit@blast.org.bd

সিলেট ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন, (৩য় তলা), সিলেট
ফোন: ০৮২১-৮১৩৩০১
ই-মেইল: sylhetunit@blast.org.bd

পটুয়াখালী ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন, (২য় তলা), পটুয়াখালী
ফোন: ০৪৪১-৬৪০৯৪
ই-মেইল: patuakhaliunit@blast.org.bd

পাবনা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), পাবনা
ফোন: ০৭৩১-৬৬৪৫০
ই-মেইল: pabnaunit@blast.org.bd

ময়মনসিংহ ইউনিট
২/২ কর্পোরেশন স্ট্রিট, (৪র্থ তলা), ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬৪১৯৭
ই-মেইল: mymensinghunit@blast.org.bd

নোয়াখালী ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), নোয়াখালী
ফোন: ০৩২১-৬১৬৬৩
ই-মেইল: noakhaliunit@blast.org.bd

যশোর ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন-১ (২য় তলা)
৩ মুজিব রোড, যশোর
ফোন: ০৪২১-৬৭৬৭৪
ই-মেইল: jessoreunit@blast.org.bd

কুষ্টিয়া ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন, (৩য় তলা), কুষ্টিয়া
ফোন: ০৭১-৬১৩৮১
ই-মেইল: kushtiaunit@blast.org.bd

টাঙ্গাইল ইউনিট
৭৮৯- রোকেয়া মঞ্জিল, সদর হাসপাতাল রোড
সাবালিয়া, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬২২০৭
ই-মেইল: tangailunit@blast.org.bd

রাঙ্গামাটি ইউনিট
নিউ কোর্ট রোড, চম্পক নগর মোড় (২য় তলা)
বনরূপা, কোতোয়ালী, রাঙ্গামাটি
ফোন: ০৩৫১-৬৩৫০৯
ই-মেইল: rangamatiunit@blast.org.bd

গোপীবাগ লিগ্যাল এইড কিনিক
৮৯/৩-১ (৮ম গলি), গোপীবাগ বিশ্বরোডের পার্শ্বে, ঢাকা
ফোন: ০২-৭৫৫২৭৭৬
ই-মেইল: gopibagclinic@blast.org.bd

প্রধান কার্যালয়: ১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল. ঢাকা-১০০০। ফোন: ৮৩৯ ১৯৭০-৭৩, ফ্যাক্স: ৮৩৯ ১৯৭৩
ইমেইল: mail@blast.org.bd ওয়েব: www.blast.org.bd